মূল বার্তা প্রচার যেখানে UNFPA এর নির্বাহী পরিচালকের বক্তব্যও থাকতে পারে

- স্থানীয় নারী সংস্থা অথবা উদ্যোক্তাদের সম্পৃক্তকরণ এবং তাদের মাঝে জরিপ চালানো যে প্রজননস্বাস্থ্য বিষয়ে তাদের ধারণা কেমন। কোন ধরণের বৈষম্য থাকলে তার কারণ উদঘাটন করা প্রয়োজন। কেননা প্রজননস্বাস্থ্যের উপর জেন্ডার অসমতা ও অর্থনেতিক সীমাবদ্ধতার বিরুপ প্রভাব রয়েছে
- প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক স্বায়ত্বশাসনের প্রতিবন্ধকতা ব্যাখ্যা করতে হলে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার গ্রুপের সাথে আলোচনা করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, মিডওয়াইভস, গর্ভবতী নারী, বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসা করাচ্ছেন এমন নারী, যৌন সহিংসতার বিরুদ্ধে কাজ করছেন অথবা যুব সমাজের প্রতিনিধিত্বকারী এডভোকেটগণও এই গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত
- প্রভাবশালী জাতীয় গণমাধ্যমে অধিক প্রচারণা জনমিতিক প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে সহায়ক যা উন্নততর জেন্ডার সমতা আনয়নে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। জাতীয় গণমাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করার ক্ষেত্রে UNFPA এর বিশাল ভূমিকা রয়েছে
- সামাজের বিভিন্ন সমস্যা দূরীকরণে সময়োপযোগী নব নব কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। বিভিন্ন এডভোকেসি ইভেন্ট এ প্যানেল আলোচনা ইত্যাদি সামাজিক সমস্যা দূর করে জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করতে সক্ষম
- উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধি বিভিন্ন যোগাযোগ মাধ্যমের মিডিয়া ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎকার, বক্তব্য এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ
- ICPD-30 এবং বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে পুরোপুরিভাবে বিশ্লেষণ করে উপজেলা, জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে সকলকে অবহিত করানো

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০২৩ ও গৃহীত কার্যক্রম

অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও প্রতিবছর বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উদযাপন করা হয়। দিবস উদযাপনের অংশ হিসেবে রেডিও ও টেলিভিশনে প্রচার করা হয় বিশেষ অনুষ্ঠান। দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয় বিশেষ ক্রোড়পত্র। তৈরি হয় প্রতিপাদ্য বিষয়ক পোস্টার, ব্যানার, লিফলেট, ব্রোশিওর, থিম সং বা প্রতিপাদ্য সংগীত। বছরব্যাপী কার্যক্রমের ওপর 'ডকুমেন্টরি' দিবস উযাপনের অন্যতম অংশ। আয়োজন করা হয় প্রেস. ব্রিফিং, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, সেবা প্রতিষ্ঠান গুলোতে বিশেষ সেবাদান কর্মসূচি। উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে আলোচনা ও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জাতীয় পর্যায়ে আলোচনা সভা ও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন দিবসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বছরব্যাপী ভালো কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ শ্রেষ্ঠ কর্মী ও প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করা হয় ক্রেস্ট ও সনদপত্র। এছাড়া জনসংখ্যা উন্নয়ন, পরিবার পরিকল্পনা, মা-শিশুস্বাস্থ্য কার্যক্রমের উপর শ্রেষ্ঠ প্রতিবেদন প্রকাশ/প্রচারের জন্য প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া ব্যক্তিত্বদের পুরস্কৃত করার মাধ্যমে উৎসাহ প্রদান করে এ কাজে তাদের সম্পৃক্ত রাখা অধিদপ্তরের একটি ফলপ্রসূ উদ্যোগ।

পরিবার পরিকল্পনা , মা-শিশুস্বাস্থ্য ও কৈশোরকালীন প্রজননস্বাস্থ্য কার্যক্রমের কিছু তথ্য-উপাত্ত

গত কয়েক দশকে বাংলাদেশে বিভিন্ন জনমিতিক সূচকে অভাবনীয় অগ্রগতি সাধিত হয়েছে

- শিশুমৃত্যুর হার হ্রাসে সাফল্যের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এমডিজি অ্যাওয়ার্ড-২০১০ অর্জন করেছেন;
- মাতৃমৃত্যুর অনুপাত (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে) ২০০৪ সালে ছিলো ৩.২০ যা বর্তমানে হ্রাস পেয়ে ১.৫৬ হয়েছে (তথ্য: মনিটরিং দ্যা সিচুয়েশন অব ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিক্স অব বাংলাদেশ, এমএসভিএসবি-২০২২);
- নবজাতকের (০-২৮) মৃত্যু (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে) ১৭ জন (এমএসভিএসবি ২০২২)
- ০-১ বছর বয়সী শিশুমৃত্যুর হার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে) ২০০৬ সালে ছিলো ৫২ জন, যা বর্তমানে হ্রাস পেয়ে ২৫ হয়েছে (এমএসভিএসবি ২০২২);
- ০-০৫ বছরের কম বয়সী শিশুমৃত্যুর হার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে) ২০০৬ সালে ছিলো ৬৫ জন, যা বর্তমানে হ্রাস পেয়ে ৩১ হয়েছে (এমএসভিএসবি ২০২২)
- প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেবাদানকারীর সহায়তায় শিশু জন্মের হার ২০১১ সালের ৩২ % থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২২ এ ৭০% এ উন্নীত হয়েছে (বিডিএইচএস-২০২২)